পাটের পর আমনে লোকসান কৃষক পরিবারে হাসি নেই

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মজুদদারদের দাপট : সরকারের সংগ্রহ অভিযানের খবর নেই

মিজানুর রহমান তোতা : কৃষকের ঘরে নতুন ধান উঠেছে। কিন্তু নবান্নের উৎসব নেই। কারণ দাম একেবারেই কম। কোন কৃষকেরই উৎপাদন খরচ উঠছে না। বাম্পার ফলনের সুবিধা পাচ্ছেন না কৃষক। পাট উৎপাদন করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আবার রোপা আমন ধানেও ক্ষতিগ্রস্ত। এ কারণে হাসি নেই কৃষক পরিবারে। প্রতিবিঘায় ধান উৎপাদন হয়েছে ১৫ থেকে ১৭ মণ। বিঘাপ্রতি উৎপাদন খরচ পড়েছে ১০ হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকা। প্রতিমণ ধান বিক্রি হচ্ছে গড়ে ৬শ' টাকা। লাভ তো দূরের কথা বিঘাপ্রতি ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার টাকা লোকসান গুণতে হচ্ছে। বর্গা ও প্রান্তিক চাষী যারা ধারদেনা করে আবাদ ও উৎপাদন করেছে তাদের ক্ষতির ভাগটা আরো বেশী। ফলে কৃষকের এখন লোকসান আর লোকসান নিত্যসঙ্গী হয়েছে। সবজি উৎপাদন করেও উপযুক্ত ও ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না চাষীরা। এই চিত্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের। খাদ্য অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, সরকার এবার ধান ও চাল সংগ্রহের চিন্তাভাবনা করছে। মাঠ থেকে বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সম্ভাব্য দর সম্পর্কে রিপোর্ট কালেকশন করা হয়েছে। তাতে ধান ১৮-১৯ ও চাল ২৮-২৯ টাকা প্রতিকেজি নির্ধারণ করার প্রস্তুতি চলছে। তাতেও কিছুটা কৃষক বাঁচবে। কিন্তু অভিজ্ঞ সচেতন ও পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, বাস্তবে সরকারের ধান ও চালের সংগ্রহ অভিযানের সুফলও পান না কৃষক। হাট-বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ধান চলে যাচ্ছে মুনাফালোভী মজুদদারদের আড়তে। ধান সংগ্রহের 'পিক পিরিয়ড' চলছে এখন। অথচ সরকার সংগ্রহ অভিযানের ঘোষণাও দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে কৃষকরা পাট ও রোপা আমন ধানের বিরাট ক্ষতি কিভাবে পুষিয়ে নিতে পারবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তা তাড়া করছে। তবে কৃষি সম্প্রসারণ, বাজার কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, ধানের দাম বাড়বে। তাতে কৃষকের লোকসানের বোঝা কমে আসবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের দফতর থেকে জানা গেছে, এবার রোপা আমন ধান গোটা অঞ্চলে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬ লাখ ৮২ হাজার ৬৮৪ হেক্টরের চেয়ে বেশী অর্থাৎ ৭ লাখ ১ হাজার ২৮০ হেক্টরে আবাদ হয়। উৎপাদন হবে প্রায় ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল। অতিরিক্ত পরিচালক ও কয়েকটি জেলার উপ-পরিচালকের দফতরের দেয়া তথ্যানুযায়ী গড়ে হেক্টরে হাইব্রিড জাতের ধান ৩ দশমিক ২৬ ও উফশী ২ দশমিক ৭২ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে। যশোরের শার্শার শালকোনা গ্রামের কৃষক বাবুল আক্তার জানালেন, বিঘাপ্রতি গড়ে ধান উৎপাদন হয়েছে ১৫ থেকে ১৭ মণ। নতুন ধান বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে কৃষকরা হতাশ হচ্ছেন। ধান ওঠার সময় দাম একটু কম হয়। কিন্তু এবার দাম অনেক কম। প্রতিমণ ধান বিক্রি হচ্ছে গড়ে ৬শ' টাকা। তাতে উৎপাদন খরচ ঘরে তুলতে পারছেন না কৃষকরা, লাভের তো প্রশ্নই ওঠে না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, সাধারণত রোপা আমন ধানে কম উৎপাদন হয়। বোরোতে উৎপাদন হয় বেশী। সর্বোচ্চ বিঘাপ্রতি হয় ২৫-২৬ মণ। তবে খরচের বেলায় প্রায় সমান। এবার রোপা আমন ধান আবাদ ও উৎপাদন খরচ তুলনামুলক বেশী হয়েছে। কারণ বেশীরভাগ জমিতে সেচ দিতে হয়েছে। যশোরের শার্শা উপজেলার কাশীপুর বটতলার কৃষক জসিম উদ্দীন জানালেন, তিনি নিজের সেচযন্ত্র দিয়ে ধান উৎপাদন করায় খরচ একটু কম হয়েছে। তাতেও লোকসান হয়েছে। যশোর, খুলনা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন মাঠের কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, জমি চাষ, বীজ ক্রয়, বীজতলা তৈরী, রোপণ, সেচ, সার, পরিচর্যা, ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো, বস্তা ভর্তি ও বাজারজাতকরণ সব মিলিয়ে চাষাবাদের শুরু থেকে কষ্ট আর কষ্ট। নিজের পরিশ্রমের কোন মূল্য ধরা হয় না, তারপরও লাভ হয় না। এই দুঃখ রাখব কোথায়। পাটের দাম গত দুই মৌসুমে একটু ভাল ছিল, এবার একেবারে আবার আগের মতো কৃষকের গলার ফাঁস হয়েছে সোনালী আঁশে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ মাঠে একটু তৎপর হলে কৃষক এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হত না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য মাঠের প্রকৃত চিত্র সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয় না বললেই চলে।

কৃষকদের অভিযোগ, হাট-বাজারে নতুন ধান তোলার পর ফড়িয়া, পাইকার, মজুদদার ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কম মূল্য বলে বসে থাকছে। কৃষক অনেক দরকষাকষি করে একপর্যায়ে কম মূল্যেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ধারদেনা পরিশোধ, বোরো আবাদের খরচ ও সংসারের জরুরি প্রয়োজনে

কৃষকরা ধান বিক্রি করে দিচ্ছেন। এর সুযোগ নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। শুধু হাট-বাজারে নয়, গ্রামে গ্রামেও ফড়িয়া, দালাল ও আড়তদারদের লোকজন সহজ সরল কৃষকদের কাছ থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে ধান ক্রয়ের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ। ফলে এখনই সরকারের সংগ্রহ অভিযান ঘোষণা করা দরকার। আবার ঘোষণা করলেও তা যেন গতানুগতিক ধারায় না চলে। সূত্র জানায়, সাধারণ কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত ও আপদকালীন মজুদের লক্ষ্য নিয়েই মূলত সরকার সংগ্রহ অভিযান করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনটাই হয় না। খাদ্য অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা সাধারণত ধান ভিজা, কাঁকর মিশ্রিতসহ নানা অজুহাতে দেখিয়ে থাকেন। তাতে সাধারণত সহজ সরল কৃষকরা সরকারী ক্রয়কেন্দ্রমুখী হতে চান না।

××××××××